পুলিশ-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে রণক্ষেত্র চবি

চবি প্রতিনিধি ৮ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৮ এপ্রিল ২০১৯ ০০:৩৯

অস্ত্র মামলায় আটক ছয় কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তিসহ চার দফা দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলনে নামতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গতকাল রবিবারের এ ঘটনায় পুলিশ, শিক্ষার্থী ও দোকানদারসহ মোট ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত ১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত বিজয় ও সিএফসি নামের দুটি বগিভিত্তিক সংগঠন সংঘর্ষে জড়ালে ৬ জনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের অস্ত্র মামলার আসামি করা হয়। এর প্রতিবাদে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারী হিসেবে পরিচিত সংগঠন দুটি গতকাল এক হয়ে অবরোধের ডাক দেয়। ভোর ৪টার দিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বাসের চাকা ফুটো ও ক্যাম্পাসগামী শাটল ট্রেনের হুইসপাইপ কেটে দেয়। পরে পৌনে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টের মূল ফটক বন্ধ করে চার দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছেঁ ইতিপূর্বে ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষের সময় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার কর্মীদের মুক্তি, প্রক্টরের পদত্যাগ, হাটহাজারী থানার ওসিকে প্রত্যাহার

এবং ২০১৫ থেকে এ পর্যন্ত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা তুলে নেওয়া। এক পর্যায়ে পুলিশ দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলেও আন্দোলনে অনড় থাকে ছাত্রলীগের এ অংশ। তাদের দাবিÑ উপাচার্যকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এ ঘোষণা দিতে হবে। এ অবস্থায় বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জলকামান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে উপস্থিত হয় পুলিশ। শক্তি বাড়িয়ে দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রলীগকে সরিয়ে দিতে ব্যাপক লাঠিচার্জ, জলকামান ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় ক্যাম্পাস পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। ভাঙচুর করা হয় ডিবি পুলিশের গাড়ি এবং নবনির্মিত ওয়াচ টাওয়ার। ছাত্রলীগের ছোড়া ইটের আঘাতে তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন ছাত্রলীগের ৫ নেতাকর্মী। তাদের সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় বলে আমাদের সময়কে জানান প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আবু তৈয়ব। তবে পুলিশের ছররা গুলিতে আহত ছাত্রলীগ নেতারা চবি মেডিক্যাল সেন্টারে যাননি। ঘটনাস্থলে উৎসুক একধিক ব্যক্তিও ছররা গুলিতে আহত হয়েছেন। চট্টগ্রাম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মসিউদ্দোলা রেজা বলেন, ‘আমরা তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছি। সেই সঙ্গে আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্য একাধিকবার অনুরোধও করি। কিন্তু তারা বিনা উসকানিতেই পুলিশের ওপর হামলে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়েছি এবং জলকামান ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।’ আটককৃতরা হলেনÑ নৃবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রমজান আলী এবং একই বর্ষের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মোখলেসুর রহমান। চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘আটককৃতদের বিরুদ্ধে কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের মামলা দেওয়া হয়নি, দেশীয় অস্ত্রের মামলা হয়েছিল। তারা ভুল বুঝে এ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিও ক্ষুণœ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি যারা করেছে, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।’ সিএফসি নেতা রেজাউল হক রুবেল আমাদের সময়কে বলেন, ‘আমরা নওফেল ভাইয়ের পরবর্তী নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি।’ বিজয় গ্রুপের নেতা আবু সাঈদ বলেন, ‘আজকের পর থেকে আমরা শুধু উপাচার্যের পদত্যাগ চাই।’

শেয়ার ফেসবুক